১৮-১০-১৭ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা এখন দিব্য দৃষ্টি পেয়েছ। তোমরা জানো যে এই পুরাতন দুনিয়ার বিনাশ হয়ে যাবে। তাই এই দুনিয়ার প্রতি মমত্ব ত্যাগ করে সম্পূর্ণ সমর্পিত হতে হবে।"

প্রশ্নঃ- যেসকল বাচ্চা অবিনাশী বাবার কাছে নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করেছে তাদের লক্ষণ কেমন হবে?

উত্তরঃ- সে অযথা নিজের টাকা-পয়সা খরচ করবে না। ভক্তিমার্গে দীপাবলীর সময়ে কত বাজি পোড়ায়, সাময়িক আনন্দ উপভোগ করে। কিন্তু তোমরা জানো যে এইগুলো সব সময়ের অপচয়, অর্থের অপচয় এবং শক্তির অপচয়। এখন তোমাদের এইভাবে আনন্দ করা উচিৎ নয় কারণ তোমরা বনবাসে রয়েছ। তোমাদেরকে এই কাঁটার দুনিয়া থেকে ফুলের দুনিয়ায় যেতে হবে।

গীতঃ- তোমাকে পেয়ে আমি সমগ্র জগৎকে পেয়ে গেছি...

ওম্ শান্তি। মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা এই গীতের অর্থ বুঝেছে। তোমরা বাচ্চারা এখন বাবাকে পেয়েছ, বাবা তোমাদেরকে ৫ বিকারকে জিততে অর্থাৎ মায়ার ওপর বিজয়ী হয়ে জগৎ-জিৎ হতে সহায়তা করেন। সমগ্র দুনিয়াকেই জগৎ বলা হয়। বাচ্চারা জানে যে আমরা সমগ্র জগতের মালিক হচ্ছি। কবে মালিক হবে? যখন রাবণের রাজত্ব সমাপ্ত হয়ে যাবে। রাবণকে প্রতি বছরই জ্বালায় কারণ সঙ্গমযুগে বাবা এসে আত্মার দীপ জ্বেলে সত্যযুগের মালিক বানাচ্ছেন। দশেরার (বিজয়া দশমীর) পরে দিপাবলীর দিন মানুষ অনেক ভাল ভাল জামা-কাপড় পড়ে এবং সাধারণত লক্ষ্মী-নারায়ণ, রাধা-কৃষ্ণ কিংবা অন্যান্য দেবী-দেবতার মন্দিরে যায়। দেবীরা হল শিবশক্তি অর্থাৎ ব্রাহ্মণীরা। দেবীদের হাতে অনেক অস্ত্র দেখায়। কিন্তু বাস্তবে দেবীদের হাতে কোনো অস্ত্র-শস্ত্র থাকে না, ওরা তো গুপ্ত। রাবণের ওপর বিজয় প্রাপ্ত করার ফলে তোমাদের খুশি অর্ধেক কল্প ব্যাপী স্থায়ী হয়। এখন তোমরা কোনো উৎসব পালন কোরো না। এটা কি আর সত্যিকারের দীপমালা? এই দীপ তো আজকে জ্বালালে কালকে নিভে যায়। দশেরাও প্রতি বছর পালন করে। তোমরা ব্রাহ্মণরা কেউ নিজেদের ঘরে প্রদীপ জ্বালাও না। মন্দিরে তো দীপ, বিজলি বাতি ইত্যাদি জ্বালায়। কিন্তু এই দীপমালা এবং দশেরা আসলে কি সেটা দুনিয়ার মানুষ জানে না। ওই সময়ে সমগ্র ভারতই নতুন থাকে। প্রদীপ ইত্যাদি জ্বালানো তো ভক্তিমার্গের বিষয়। ভক্তিমার্গে অনেক অর্থ অপচয় করে। ওইদিন কত বাজি পোড়ায়। সময়, অর্থ এবং শক্তি তিনটের-ই অপচয় করে। এটা হল ফরেস্ট অফ থ্রোনস্ (কাঁটার জঙ্গল)। সকলেই জংলি হয়ে গেছে। তোমরাও আগে ওইরকম ছিলে, কিছুই বুঝতে না। সত্যযুগে কোনো ফালতু খরচ হবে না। এখানে তো অনেক ফালতু খরচ করে। দান-পূণ্য করলেও অল্প সময়ের জন্য তার ফল পাওয়া যায়। তোমরা জানো যে আমরা অবিনাশী বাবার কাছে সমর্পিত হয়েছি, তাই আমাদের সবকিছু অবিনাশী হয়ে যায়। পুরাতন শরীর ত্যাগ করে নুতন শরীর নিই। তোমরা বাচ্চারা তো মোহজিৎ রাজার কাহিনী শুনেছ। এটা সত্যযুগের গল্প নয় কারণ ওখানে কোনও অকালে মৃত্যু হয় না। ওখানে সবাই নষ্টমোহ এবং মোহজিৎ থাকে, সেটা দেখানোর জন্য এই গল্পটা বানিয়েছে। শরীরের সাথে সাথে পুরাতন দুনিয়ার প্রতিও মমত্ব ত্যাগ করতে হবে কারণ তোমরা এখন নুতন দুনিয়ায় যাচ্ছ। পুরাতন দুনিয়ার প্রতি কি কারোর মমত্ব থাকে? এটাকেই বেহদের সন্ন্যাস বলা হয়। বাবা কেবল এই শরীরের প্রতিই মমত্ব ত্যাগ করতে বলেন না, কিন্তু এই চোখ

দিয়ে যা কিছু দেখ সেই সবকিছুকে ভুলে যাও। কারণ তোমরা এখন দিব্য দৃষ্টি পেয়েছ যে সবকিছুর বিনাশ হয়ে যাবে। পুরাতন দুনিয়ার বিনাশ তো নিশ্চিত এবং তারপর এক নুতন বিশ্ব হবে। শিববাবা আমাদেরকে রাজত্ব দেন। শিববাবার নাম সর্বদাই শিব, কারণ তাঁর কোনো শরীর নেই। ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শঙ্করেরও নিজস্ব শরীর রয়েছে। ওরা ওপরে আছে। অমরনাথ অমরলোকে নিয়ে যাওয়ার জন্য অমর বানানোর কথা শোনান। তোমরা বাচ্চারা এখন ফুলের মতো হচ্ছ। কাঁটাকে ফুল বানানোর জন্য পরিশ্রম তো করতেই হয়। এখানে তো সবাই কাঁটা। একে অপরকে এত কাঁটা বিদ্ধ করে যে বলে বোঝানো যাবে না। বাবা বলেন, তোমরা এখন আর কাউকে কাঁটা বিদ্ধ করো না, কাম-কাটারী চালিও না। কাম বিকারের হিংসা আদি-মধ্য-অন্ত দুঃখ দেয়। কাউকে মেরে দিলে তো তার মৃত্যু হয়ে যায়, কিন্তু এক্ষেত্রে তো জন্ম-জন্মান্তরের জন্য দুঃখী হয়ে যায়। বাবা বলছেন, তোমরা আর কাম-কাটারী চালিও না। তোমরা এখন দশেরা পালন করছ, এরপর দীপাবলি আসবে। সত্যযুগে দীপাবলি পালিত হবে না। ওখানে লক্ষ্মী-নারায়ণ রাজত্ব করে, তাদেরকে পূজা করা হয় না। মন্দিরে যে সকল মানুষ থাকে তারা দেবতাদের জীবন কাহিনী জানে না। তোমরা বাচ্চারা জানো। তোমরা বাচ্চারা হলে জ্ঞানী এবং যোগী। বাবা বলেন, আমিও শরীর ধারণ করেছি। কিন্তু আমার শরীর ধারণ করার পদ্ধতি আলাদা। এখন আমাদের দীপাবলির জন্য কোনো খুশি হয় না, কারণ আমরা বনবাসে রয়েছি। আমরা বাপের বাড়ি থেকে শ্বশুর বাড়ি যাই। বাবা বার্তা পাঠিয়েছিলেন, ১০৮টা তাপ্পি লাগানো কাপড় পড়ো তো দেহ-অভিমান নষ্ট হয়ে যাবে। এখন তোমরা কাঁটার দুনিয়া থেকে ফুলের দুনিয়ায় যাচ্ছ। বলা হয় - পড়াশুনা করলে নবাব হওয়া যায়। বাবা বলেন, আমি তোমাদেরকে নর থেকে নারায়ণ বানাই। তাই ভালো করে পুরুষার্থ করতে হবে। আমি তো ওপরে ওঠাচ্ছি, তাহলে তুমি কেন তোমার পদকে খারাপ করছ? মাতা-পিতাকে ফলো করছ না কেন? বাবা সাক্ষাৎকার করিয়েছেন - যারা ভালো ভাবে পড়বে তারা রাজবংশে আসবে। তোমরা জানো যে আমরা স্বর্গবাসী হওয়ার জন্য পড়ছি। দুনিয়ার মানুষ মনে করে যে কেউ মরলে সে স্বর্গবাসী হয়। তোমরা জানো যে বাবা এসেই স্বর্গে নিয়ে যান এবং রাবণ পুনরায় নরকবাসী বানিয়ে দেয়। মানুষ বলে, হিন্দি-চীনি ভাই-ভাই। তবুও একে অন্যকে দুঃখ দিতে থাকে। তোমরা জানো যে মাতা-পিতার কাছ থেকে অপার সুখ প্রাপ্ত হচ্ছে। তারপর ধীরে ধীরে কলা কমতে থাকে। বলা হয় উত্তরণ কলাতে সকলের কল্যাণ হয়... তাই এখন সকলের কল্যাণ হচ্ছে। কেউ নরকবাসী থেকে স্বর্গবাসী হয় এবং কেউ শান্তিধামের নিবাসী হয়। অতএব সকলেরই কল্যাণ হয়। সত্যযুগে কোনো দুঃখদায়ী জিনিস থাকবে না। বড় বড় ব্যক্তিদের আসবাবপত্রও খুব সুন্দর হয়। ওখানে কোনো দুঃখদায়ী জীব জন্তুও থাকবে না। ওই দুনিয়াকে হেভেন (স্বর্গ) বলা হয়। এটা হল আল্লাহ, আলাদিনের খেলা। প্রদীপ ঘষলে রাজত্ব প্রাপ্তি হয়। আল্লাহ-বাবা আলাদিন অর্থাৎ আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম স্থাপন করেন। বাবা এক সেকেন্ডে বৈকুণ্ঠের মালিক বানিয়ে দেন। বাবা আলাদিনের সাক্ষাৎকার করান। কিন্তু তাই বলে এমন নয় যে বাচ্চারা সাক্ষাৎকার করতে চাইবে। বাবা বলেছেন, ধ্যানীর থেকে যোগী আমার কাছে প্রিয়। ধ্যানের ক্ষেত্রে মায়া প্রবেশ করে। কিন্তু জ্ঞানের ক্ষেত্রে মায়া আসে না। যে প্রবল ভক্তি করে তাকে বাবা সাক্ষাৎকার করান। এখানে কোনো প্রগাঢ় ভক্তি করা হয় না। ছোট ছোট বাচ্চাদের সাক্ষাৎকার হয়ে যায়। যদি ধ্যানের (সাক্ষাৎকারের) অভ্যাস হয়ে যায় তাহলে পড়তে পারবে না। শুরুর দিকে অনেকেই ধ্যানে যাওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে আসত। কিন্তু আজ তারা নেই। জ্ঞানীতু আত্মাদের কোনো বিষয়ে সংশয় আসে না। সংশয়ের বশীভূত হয়ে পড়া ছেড়ে দেওয়ার অর্থ বাবাকে ছেড়ে দেওয়া। এখন সূর্যবংশী দেবী-দেবতাদের রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। অন্যান্য ধর্মস্থাপকরা কোনো রাজধানী স্থাপন করে না। ওদের

ক্ষেত্রে তো যখন ধর্মের বৃদ্ধি হয় তখন তাদের রাজত্ব শুরু হয়। তোমরা এখন বিশ্বের মালিক হচ্ছ। নুতন কেউ আসলে তাকে জিজ্ঞেস করো - পরমপিতা পরমাত্মার সাথে তোমার কি সম্বন্ধ? তখন সে উত্তর দেবে - তিনি হলেন বাবা। বাবা স্বর্গ স্থাপন করেন এবং রাবণ নরক তৈরি করে। যিনি স্বর্গ বানিয়েছেন তাঁর পূজা করে আর যে নরক তৈরি করে তাকে জ্বালায়। কারণ নরকে মানুষ কামের চিতায় জ্বলতে থাকে তাই রেগে গিয়ে রাবণকেই জ্বালিয়ে দেয়। কিন্তু রাবণ জ্বলে না। বলে যে এটা পরম্পরায় চলে আসছে। কিন্তু 'পরম্পরা'-র অর্থ জানে না। শত্রুর কুশ পুতুল পোড়ানো হয়। কিন্তু রাবণকে কেন পোড়াও? কারণ রাবণ তোমাদেরকে জ্বালায়। তোমরা রাবণকে জ্বালাও, কিন্তু মানুষ এই বিষয়ে কিছুই জানে না। সত্যযুগে সবাই সম্পূর্ণ নির্বিকারী হবে, তাই ওখানে রাবণকে জ্বালায় না। ওটাকে নির্বিকারী দুনিয়া বলা হয়। আমরা স্বর্গবাসী হওয়ার জন্য বাবার কাছ থেকে স্বর্গের উত্তরাধিকার নিচ্ছি। রাবণ অভিশাপ দেয়। রাবণ কাকে বলা হয়? পুরুষের ৫ বিকার এবং স্ত্রীদের ৫ বিকার। সত্যযুগে এইসব বিকার ছিল না। সন্ন্যাসীরা তো তারপরে আসে। এখন দেবী-দেবতা ধর্ম নেই, পুনরায় স্থাপন হচ্ছে। ১০৮ এর মালা তৈরি হচ্ছে। কিন্তু প্রজাদেরকেও তো প্রয়োজন। জয়পুরের রাজা ছিল একজন কিন্তু প্রজা ছিল অনেকজন। এখন মালা তৈরি হচ্ছে, প্রজাও চাই। এখন যারা বাচ্চা হওয়ার পর চলে যায় তারা সাধারণ প্রজা হয়। মানুষ বলে, গৃহস্থে থেকেও জীবনমুক্তি পেতে চাই। জীবনমুক্তি তো একজনের হবে না, পুরো বংশই ওইরকম হবে। অষ্টবক্র গীতাতে লেখা আছে এক সেকেন্ডে জীবনমুক্তি মিলেছিল। কিন্তু কিভাবে মিলেছিল? সেটা জানে না। আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম অনেক সুখদায়ী। যখন আমরা রাজত্ব পাচ্ছি, তাহলে কেন না আমরা শ্রীমৎ অনুসারে চলব! কেন না কমল ফুলের মতো হব! তোমরা তো ব্রাহ্মণ, তাই না? শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম তোমাদের কাছেই আছে। দীপাবলিতে মানুষ কেবল একদিনের জন্য নুতন কাপড় পড়ে, মন্দিরে যায়, সবকিছু নতুন হয়। ওইদিন দোকানদার তার পুরাতন খাতা সমাপ্ত করে নুতন খাতা শুরু করে। তোমরাও এখন পুরাতন খাতা সমাপ্ত করে নুতন আরম্ভ করছ। বাবা লাভ করান আর রাবণ লোকসান করায়। লাভ কিভাবে হবে? মন্মনা ভব এবং মধ্যাজী ভব। মধ্যিখানে বিষ্ণু রয়েছে। মধ্যাজী কথার অর্থ হল বাবা ব্রহ্মার দ্বারা বিষ্ণুপুরীর স্থাপন করেন। তখন পুরাতন দুনিয়ার বিনাশ হয়ে যায়। তাই শিববাবা কলিযুগের অন্তিমেই আসেন এবং তারপর সত্যযুগের শুরু হয়। লেখাও আছে ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপন। ব্রহ্মা তো প্রজাপিতা, তাই না? তাহলে তোমরা কার সন্তান? শিববাবার না কি ব্রহ্মাবাবার? কথিত আছে- তুমি হলে মাতা-পিতা, আমরা তোমার বালক। বাস্তবে এই সময়েই তিনি মাতা-পিতা হন। পড়ার দ্বারা উত্তরাধিকার পাচ্ছ। তারপর রাবণ এসে পুনরায় দুঃখী করবে। ধীরে ধীরে দুঃখ বৃদ্ধি পাবে। এই কলিযুগই হল বিষয় সাগর। সত্যযুগ হল ক্ষীর সাগর। বিষ্ণুকে ক্ষীর সাগরের ওপর দেখানো হয়। তোমরাই সঠিকভাবে জানো। দশেরা, দীপাবলির সম্বন্ধে ওরা আর কি জানে... আমরা তো রহস্যটা বুঝে গেছি। তোমরা জানো যে কাল আমরা স্বর্গে ছিলাম, আজ আমরা নরকে আছি। আগামীকাল আবার স্বর্গে থাকব। কাল কেন বলা হয়? কারণ রাতের পরে দিন আসে। কেউ আসলে তাকে জিজ্ঞেস করো যে এই আশ্রম কার? প্রজাপিতা ব্রহ্মার নাম শুনেছ? যেহেতু এতজন ব্রহ্মাকুমার-কুমারীরা আছে তাই ব্রহ্মা হলেন বাবা। বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। বাবা বলেন, আমাকে স্মরণ করলে মধ্যাজী হবে। বাবা ব্যবসা করতে না বলছেন না। বাবা বলেন, ব্যবসা কর কিন্তু বাবাকেও স্মরণ কর। কারণ তাঁর কাছ থেকে উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। এটাই হল উৎসাহের বিষয়। জগতে আর কোথাও এইরকম উৎসাহ নেই। স্কুলেও এইরকম উৎসাহ থাকে। তাই বলা হয় স্টুডেন্ট লাইফ ইজ দ্য বেস্ট। এটা হল বেহদের পড়া। তোমরাই বেহদের ইতিহাস ভূগোলকে জানো। স্কুলে স্কুলে গিয়ে বলো যে বেহদের ইতিহাস ভূগোল আসলে কি।

তাদেরকে বলো যে আপনারা তো হদের (সীমিত) ইতিহাস ভূগোল পড়ান। আমরা আপনাদেরকে লক্ষ্মী-নারায়ণের বেহদের (অসীমের) ইতিহাস ভূগোল শোনাব এবং লক্ষ্মী-নারায়ণ কিভাবে এই পদ পেয়েছে সেটা বলব। ভবিষ্যতে তোমাদেরকে কলেজেও নিমন্ত্রণ জানানো হবে। এটা হল ঈশ্বরীয় বিশ্ব বিদ্যালয়। তিনি হলেন সুপ্রিম ফাদার (পরমপিতা)। তিনি আত্মাদেরকে আধ্যাত্মিক জ্ঞান দেন। নিরাকার সাকারে এসে জ্ঞান শোনান। এখানে কৃষ্ণের কোনো ভূমিকা নেই। ওরা কোনো কথাই বুঝতে পারে না। সবকিছু জট পাকিয়ে রয়েছে। স্বতন্ত্র হতে চায় কিন্তু ঝগড়া ক্রমশ বাড়তেই থাকে। বলে যে স্বাধীনতা চাই। তোমরাই রাবণের হাত থেকে সত্যিকারের স্বাধীনতা পাও। ভারতবাসীরা মনে করে যে আমরা খ্রিস্টানদের হাত থেকে স্বাধীনতা পেয়েছি। কিন্তু স্বাধীনতা কোথায়? তোমরাই স্বাধীনতা পাও, ইন্ডিপেন্ডেন্ট (স্বাধীন) রাজত্ব। গীতে তো শুনলে যে তোমাকে পাওয়ার ফলে ধরণী, আকাশ, সাগর সবকিছুই আমাদের হয়ে যায়। সেখানে কোনো সীমানা থাকে না। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি, ৫ হাজার বছর পরে পুনরায় মিলিত হওয়া, উত্তরাধিকার পাওয়ার যোগ্য বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) মাতা-পিতাকে সম্পূর্ণ অনুসরণ করে পড়াশুনাতে উঁচু পদ পেতে হবে। এই দুনিয়াতে কোনো শখ (ইচ্ছা) রাখা যাবে না। বনবাসে থাকতে হবে।

২) এই চোখ দিয়ে যা কিছু দেখা যায় সেইসব দেখেও দেখোনা। সম্পূর্ণ নষ্টমোহ হতে হবে। সঙ্গমযুগে কোনো কিছু অপচয় কোরো না।

বরদান:- বাপদাদার স্নেহের প্রতিদানে সমান হতে সমর্থ তপস্যার প্রতিমূর্তি হও।

সময় এবং পরিস্থিতি অনুসারে নিজের উন্নতি বা তীব্র গতিতে সেবা করার জন্য অর্থাৎ বাপদাদার স্নেহের প্রতিদান দেওয়ার জন্য বর্তমান সময়ে তপস্যার খুব প্রয়োজন। বাবার প্রতি বাচ্চাদের ভালোবাসা আছে, কিন্তু ভালোবাসার প্রতিদান স্বরূপ বাপদাদা বাচ্চাদেরকে নিজের সমান দেখতে চান। সমান হওয়ার জন্য তপস্যার প্রতিমূর্তি হও। এর জন্য সমস্ত কিনারা ছেড়ে বেহদের বৈরাগী হও। কিনারাকে নিজের অবলম্বন বানিয়ে নিও না।

স্লোগান:- শীতল হয়ে অন্যকেও শীতল দৃষ্টির দ্বারা সব কিছুর ঊর্ধ্বে নিয়ে যেতে সক্ষম শীতল যোগী হও।